তৃণা চক্রবর্তী

চাবিওয়ালার কাছে

এ বিষয়ে আমার কিছু বলার থাকতে পারে না
এ বিষয়ে ব্যাংকে ঋণ নেওয়াও বন্ধ আছে
চাবিহীন তালার মতো পড়ে আছি বেশ কিছুদিন
তোমার ফোন আসে, মাঝে মাঝে
রাত হলে পুরোনো হিন্দি ফিল্মের মতন এ শহরেও চাঁদ নেমে পড়ে
অনেকটা যেভাবে নাসপাতির গন্ধ;

এ বিষয়ে আমার সত্যিই প্রায় কিছু বলার নেই
যেভাবে সমস্ত মতামত বন্ধক রেখেছি চাবিওয়ালার কাছে
আর দিনান্তে উড়ে গেছে পাখি, বুকের সবটুকু নিয়ে
নতুন শেল্টার খুঁজতে যায়নি আর কোনোদিন
জলাশয় পেরিয়ে পেরিয়ে, একটা বন্দর
তবু কী জানি কেন, নিজের মতো জেগে আছে!

এ বিষয়ে আমার কীই বা বলার ছিল!
সাধ্যমতো পিয়ানোর রিডে একটা যুতসই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক,
এ বছর অ্যাকুয়ারিয়াম কিনব ভেবেছি
একটা নিজস্ব তালাব, নিজস্ব স্নানঘর;
তারপর
তোমাকে যা যা বলার ছিল আপাদমস্তক ডুবিয়ে রাখব জলে...নিশ্চুপ

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়

জয় হোক বাংলা কবিতার

আত্মহত্যা করার আগে কবির সিদ্ধান্ত
পৃথিবীতে আগুন জ্বেলে যেতে হবে
অতএব নজরুল থেকে দু-লাইন, সুকান্তর
এক লাইন, সুভাষ মুখুজ্যে পার করে
পাবলো নেরুদা, হো-চি-মিন এমনকি
মাও-ৎ-তুং-এর প্রেমের কবিতা থেকে
বিপ্লব খুঁজে নিয়ে যশোর রোডের মতো
চওড়া একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করলেন

সেই কাব্যগ্রন্থ সমঝদারের সিদ্ধান্তে
পেয়ে গেল দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার
ফলত পাপড়ি চাটের মতো বিক্রি হল
কবিতার বই। কবি আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত
আপাতত মুলতুবি রেখে ভ্রমণে বেরোলেন
গঙ্গোত্রী-গোমুখ পার করে সোজা তপোবন

বরফ ঝরা শীতের রাতে এক নিঃসঙ্গ সাধুর ডেরায়
ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে অতএব তিনি কাব্যগ্রন্থের
একটি-একটি করে পাতা ছিঁড়ে আগুন জ্বালিয়ে
উষ্ণতা উপভোগ করলেন—

ভোর হল সাধুবাবা বলে উঠলেন
বাংলা কবিতার জয় হোক।

সুমিতা ভ ঘোষাল

মিথ

হিতাহিত জ্ঞানশূন্য প্রেম
বিশুদ্ধ কবিতার মতো
তবে কিনা নিতান্তই মিথ!
ও-প্রেম কোথায় যায়?
পর্দায় ধাক্কা খায়?
নৈঃশব্দ্যের আরাধনা সারে?
নাকি মহাশূন্য দোষ নিয়ে কাঁধে
ওই-প্রেম শব্দময়
ঘোরে চতুর্দিক
ও প্রেম কোথায় থাকে?
মাটির কাঁথায় নাকি পদ্মপাতায়...
সংজ্ঞাহীন অন্ধকারে
অন্যের রেটিনায় সর্ষেফুল ছোড়ে

ওই প্রেম কখনও অনূদিত হয়
হিংসুটে, মনখারাপ, ধ্বস্ত পৃথিবীতে?
নাকি শুধুই
আপেল কামড়ে-কামড়ে খায়

সমরেশ মণ্ডল

দরজা থেকে মনের অন্ধকারে

এতসবের মধ্যেও উড়িয়ে দেবার কৌশল ছিল
ভেঙে ফেলার কৌশল ছিল
দিনরাত এবং রাতদিন কোথাও ছিল প্ররোচনা
আমি তোমার দরজায় আবার
ফিরে এলাম।

ফিরতে ফিরতে মাথার ভেতর এসে জমাট হয়েছে
দীর্ঘবাসনা
আমাদের পিপাসার সাগরের তীর ধরে ধরে
তোমার কাছে এসে পেয়েছি
মিষ্টি জলের দরজা

আমি লাল নীল খুশির ছলে ভরে দিয়েছি
তুষ্টতার নিবিড় সুখে বিলীন ফোটোগ্রাফ

আমি কী রাতভর সুখের কদম তুলে
ফিরে আসব
দরজা থেকে ক্রমশ মনের অন্ধকারে

বলার মতো কোনো পাগল পাইনি আমি
নির্ভীক বলার সুযোগে।

শ্রেয়া চক্রবর্তী

স্পর্শজাত

কবিতার সাথে যদি দেখা হয়
পাতাডুবি ঝিলের ধারে বসে
নৌকো ভাসাব না আর,
বালকের সাথে যাব না ওই বনের ওধারে।

এমন কোনো প্রশ্ন নেই আমার
যা কিনা তাড়িত করে সমারোহের দিকে
যূথবদ্ধ হরিণীর দলে
আমি স্পষ্ট দেখি অরণ্যনির্মাণ,
সে আমায় চাবুক মারে যত
আমি মনে ভাবি গান।

দু-দণ্ড তোমার দিকে তাকাব যে
কে আমার চোখ বেঁধে দেয় অনন্যোপায়।
আর আমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখি
কতখানি তরঙ্গ তোমার আর
কতটুকু ঘ্রাণ!

নী লা ঞ্জ ন মু খো পা ধ্যা য়

সিঁড়ি-ভাঙা অঙ্ক

অতিথি আমি তো না! আকাশ থেকে নেমে আসে ছাদের কার্নিশে, এ বাড়িতেই
রাত্রি কথা বলে হাজারো আলো ফুলে, অথচ মন্দিরে দেবতা নেই
তিনি তো সেরকম—যেমন তুমি দ্যাখো; সিঁড়িতে, ছাদে প্রেম থাক না থাক
ছিনিয়ে চীরবাস বোনের সঙ্গীরা পরিয়ে দিল কালো রাজপোশাক

নিজেকে নিরুপায় জিগোলো মনে হল। তাইতো ছাদে শুতে চাইছিলাম
বন্ধু বিব্রত, বিছানা প্রথাগত, কীভাবে পেতে দেবে আখরধাম
না থাক পড়াশুনো, ওই যে ধুপধুনো পুড়ছে পথে, তারই আভাস পাই
এপাশে মুদিখানা, ওদিকে মন্দির, মধ্যে উদাসীন পথিক ভাই

ছাদে না উঁকি দিলে এসব দেখা যেত? বলতে যাই যত উচ্ছ্বাসে
যে মেয়ে মোহনার অতলে মিশে আছে, মোহিনী স্পন্দনে সে-ই আসে
সোহিনি রাগিণীর দু-চোখে পরবাসে আমার ঈপ্সিতা, সে দেবযান
বন্ধু ভাঙাচোরা সিঁড়িতে বসে তবু হিসেব কষছিল, কার কী দাম

নিজেকে বিদূষক জিগোলো ভাবছিলাম। এত যে খেলাধুলো, অন্নঋণ
এই যে ধূর্জটি জটার বন্ধনে যমুনা গোদাবরী জন্মদিন
রোহিণী-কৃত্তিকা-স্বাতী ও কোজাগরি—মাজারে-মন্দিরে মোমবাতি
আমার মা-র মতো, বিছানা প্রথাগত আকাশগঙ্গায় আজ সাথি

অন্ধ মন্দিরে পুড়ছে বিগ্রহ। দেখেছি, ওই ছাদে উঠেছি যেই
বন্ধু আশরীর বিলাপে অস্থির, বিলাসী মেঝে-ঘরে সিঁড়ি যে নেই!

প্র বা ল কু মা র ব সু

হঠাৎ যদি

হঠাৎ যদি পুনরায় আমি প্রেমে পড়ে যাই
হঠাৎ যদি আগুন গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি
জলের ভেতর রয়েছ তুমি এমন ভেবে
হঠাৎ যদি সেই আগুনে চলকিয়ে জল বাষ্প হয়
কীভাবে আর লুকিয়ে তখন থাকবে তুমি

হঠাৎ যদি সত্যি হয়ে ওঠে সকল আশঙ্কাই

গন্তব্য

সমস্ত ট্রাফিক এড়িয়ে খুব দ্রুত পার হয়ে যেতে চেয়েছিলে অনেকখানি
আর সেইজন্য সকাল থেকে খুঁজে চলেছ একটা মানানসই ফ্লাইওভার
অথচ শহরে আজ একটাও ফ্লাইওভার নেই
যে যার পছন্দমতো তুলে নিয়ে গেছে নিজস্ব আবাসনের ছাদে
ওদের বিশ্বাস মেটিয়াবুরুজ দ্রুত এভাবেই পৌঁছোনো যায়

ব্রিফকেসে একটা ফ্লাইওভার নিয়ে আমিও এলোপাতাড়ি ঘুরছি
কোথায় রাখলে যে কোথায় পৌঁছোব বুঝে উঠতে পারছি না কিছুতেই
তুমি আমার এই ফ্লাইওভারটাই বরং ব্যবহার করতে পারো
শুধু একটাই দ্বিধা, যদি ঠিকঠাক প্লেস করতে না জানো
যদি মার্জিন ক্রস হয়ে যায়
যদি জোড়াসাঁকো পৌঁছোতে গিয়ে
পৌঁছে যাও মধুসূদন প্রামাণিক লেন-এ!